কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহিউদ্দিন গাজী

অনুবাদক: মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন

কুরআন
মাজীদের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহিউদ্দিন গাজী

অনুবাদ: মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন

WHITE DOT PUBLISHERS

White Dot Publishers
D-300, Dawat Nagar, Abul Fazal Enclave
Jamia Nagar, New Delhi-110025
Ph:011 2694817, 26946285
email: wdp@sio-india.org

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০২১

Copyright © 2021 by White Dot Publishers, New Delhi All rights reserved. No part of this Book may be reproduced or used in any manner without written permission of the copyright owner except for the use of quotations in a book review

বিনিময় ঃ৩০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে

Quran Mazeed ka Mukhtasar Taroof
Written by : Moheeuddin Gazi
Bengali Translation: Md. Nuruddin Shah

Published by :
White Dot Publishers
D-300, Dawat Nagar, Abul Fazal Enclave
Jamia Nagar, New Delhi-110025
Ph:011 2694817, 26946285
email: wdp@sio-india.org
Price : Rs.30 Only
P.B. No. . . .

সূচীপত্র

১	কুরআন কী	০৫
২	কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ তার প্রমান কী?	০৭
৩	কোন জিনিস কুরআনকে অনন্য করেছে	০৮
৪	কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	১০
৫	কুরআন মাজীদের অধিকার	১৭
৬	কুরআন বোঝার জন্য নিজেকে তৈরী করুণ	২৩
৭	কুরআন বোঝার উপায়	২৫
৮	একটি জীবন্ত বাস্তবতা হিসাবে উপলব্ধি	২৯
৯	কুরআন উপলব্ধি করণঃ দৈনন্দিন কর্মসূচী	৩১
১০	শেষ কথাঃ জীবনের উৎস কুরআন	৩২

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন কী?

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কিতাব। এই শেষ পথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থের জন্য আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে নির্বাচিত করেছেন। মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আরবের বাসিন্দা। তাঁকে সর্বপ্রথম আরবের লোকদের সামনে কুরআন পেশ করতে হতো। তাই কুরআনকে স্বচ্ছ ও সাবলীল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআনের আহ্বান গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সারা পৃথিবীতে এটিকে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এবং পরবর্তীকালে এই মহাগ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থকে পৃথিবীর সকল স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর প্রায় সব কটি বড় বড় ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়েছে।

কুরআন এই পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। এই কারণে একে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুরআন সমস্ত মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য। এই কারণে এটা সকলের জন্য সহজবোধ্য করা হয়েছে। কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এর প্রতি মানুষের আস্থা অর্জনের প্রয়োজন আছে। তাই এখানে এমনভাবে আলোচনা পেশ করা হয়েছে যার যুক্তি ও উদাহরণ হৃদয় ও মনকে ছুঁয়ে যায়।

কুরআনের পূর্বে যেসকল ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআন ওই সকল গ্রন্থে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণকারী, এই সকল গ্রন্থে উল্লেখিত বিধি-বিধান রদ কারী এবং সমাপ্তি প্রদানকারী। অর্থাৎ এখন কুরআনের কথাই শেষ কথা এবং এইরূপ যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। কুরআন আল্লাহর রাসূলের উপর অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে যখন যে বিষয় দরকার ছিল তখন সেই বিষয়গুলি অবতীর্ণ হয়েছে। পরবর্তীকালে এর সঠিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগুলোকে একসঙ্গে

সংকলিত করা হয়েছে। কুরআন বর্তমানে যে ধারাবাহিকতায় সংকলিত এটাই এর প্রকৃত রূপ। কুরআনের আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। এই সমন্বয় ও শৃঙ্খলার মধ্যেই কুরআনের বিপুল পরিমাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে।

কুরআনের যে সকল সূরা হিজরতের আগে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলিকে মাক্কী সূরা বলা হয়ে থাকে এবং যে সকল সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় মাদানী সূরা। দুই পর্যায়ের সূরার বিষয়বস্তু এবং আলোচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। কুরআনের অনুসারীদের জন্য এই পার্থক্য চিরকালের জন্য কল্যাণকর।

কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ তার প্রমাণ কী?

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কিতাব এ কথা কুরআন বার বার ঘোষণা করেছে। এই সকল কথা সত্য হওয়ার সাক্ষ্য সেই রাসুলের (স.) পবিত্র জীবন থেকে পাওয়া যায়। যিনি কুরআন নিয়ে এসেছেন এবং যিনি সত্যবাদী ও আমানতদার। এই গ্রন্থের সত্যতার সাক্ষ্য সেই উত্তম জাতি প্রদান করতে পারে, যারা এর মাধ্যমে নিজেদেরকে সংশোধিত করে নিতে পেরেছিল। এই কথার সাক্ষ্য সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন দিতে পারে যা এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার পর এই পৃথিবীতে মানব জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এইরূপ অসংখ্য সাক্ষ্য ছাড়াও এই কুরআন, পূর্ণাঙ্গ কুরআনই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। কুরআনের বৈশিষ্ট্য এবং এর অসাধারণ চরিত্রকে কুরআনের মোজেজা বা অলৌকিকত্ব বলা হয়। কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা এমন যে মানুষের রচিত কোন কালামের পক্ষে এই মৌলিকত্ব ও অনন্যতার নিকটে পৌঁছানো কখনোই সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদের অসাধারণ ছন্দ ও লয়, এর অতুলনীয় ধ্বনি ও প্রকরণ, এর সীমাহীন ব্যাপক অর্থবোধক ও সাবলীল শব্দ চয়ন, অলৌকিক জ্ঞানের মৌলিকত্ব, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর বিশেষত্ব, মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এর অতুলনীয় ভূমিকা, বৈজ্ঞানিক তথ্য বা ভৌগোলিক তথ্য, দর্শনশাস্ত্র বা কলা-বিজ্ঞান, মানবীয় বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টিজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করে মানবজাতির উপযোগী জীবনবিধান উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই মহাগ্রন্থকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার মোজেজা এবং আল্লাহ তায়ালার কালাম রূপে যুক্তি ও মনন উভয়ই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে বাধ্য হয়। যদিও কুরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ হওয়ার প্রকৃত প্রমাণ এর বিস্ময়কর উপস্থাপনা, এর অবতীর্ণ হওয়ার অলৌকিক ঘটনা এবং এর মধ্যে বিদ্যমান অসংখ্য বিস্ময়কর বিষয়বস্তুর সমাহার।

৮

কোন জিনিস কুরআনকে অনন্য করেছে?

মাওলানা সাদ্‌রুদ্দীন ইসলাহী

১. কুরআন কোনো বিশেষ জাতি বা গোত্রের জন্য নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। সমগ্র মানব সমাজকে সম্বোধন করে কুরআন কথা বলেছে।

২. কুরআন সবদিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, এমন শরীয়ত, চিন্তা ও কার্যক্রমের এমন ব্যবস্থাপনা, যাতে মানুষের চিন্তা ও কাজের জগৎ, গোপন ও প্রকাশ্য, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের উপযোগী পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৩. কুরআনের শিক্ষা সমগ্র মানবজাতিকে কেন্দ্র করে। এর উপর কোন বিশেষ যুগের, বিশেষ প্রয়োজনের, অথবা কোনো বিশেষ জাতির বা গোত্রের প্রয়োজনের ছাপ নেই। এটি শুধু মানুষ এবং মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে কথা বলেছে।

৪. এটি আল্লাহ তায়ালার শেষ ঐশী গ্রন্থ।

৫. আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত এই ঐশী গ্রন্থ ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত ঐশী গ্রন্থগুলি রদ করে দেয়। এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ অবশিষ্ট নাই।

৬. কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা অনুসরণ করা পরকালীন জীবনে মুক্তির শর্ত। কেউ একে অস্বীকার করে আখেরাতের জীবনের ধ্বংস ও শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারবে না।

৭. বর্তমানে এটি একমাত্র কিতাব, যা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত আছে।

৮. আল্লাহ তায়ালার মৌলিক পথ নির্দেশনা এবং বিধি-বিধান কী? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিঃশর্তভাবে একমাত্র কুরআনই দিতে পারে।

৯. কুরআন যে আল্লাহর গ্রন্থ, এর জ্বলন্ত প্রমাণ সর্বকালের জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে বর্তমান। এই গ্রন্থ পুরাতন দিনের কিছু কল্পকাহিনী ও ঘটনার মুখাপেক্ষী নয়। এর কারণ হলো কুরআন নিজেই প্রমাণ দেয় যে, সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ। (কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

১০

কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কুরআনের মধ্যেই বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা দেখলে বোঝা যাবে যে, এখানে যেমন কুরআনের যথার্থতা ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে, তেমনি কুরআন থেকে যারা উপকৃত হয় কুরআনের প্রভাব তাদের উপর কতটা পড়ে। কুরআনের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াতের বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখতে হবে।

কুরআন সর্বোত্তম বাণী

اللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا۔

‘‘আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন। এমন একটি গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।’’ (আল-যুমারঃ ২৩)

কুরআনকে আহসানুল হাদিস বা উত্তম বাণী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, অতি উত্তম মর্যাদাসম্পন্ন এই উপদেশ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি কুরআনের আলোকে জীবন গঠন করে সে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের হয়। যে সমাজ কুরআনের আলোকে জীবন গঠন করে সেই সমাজও উত্তম সমাজে পরিণত হয়। তাই যে ব্যবস্থাপনা কুরআনের সংস্পর্শে আসে তা উত্তম ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়।

কুরআন মহাগ্রন্থ

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔

‘‘আমি তোমাকে এমন ৭টি আয়াত দিয়ে রেখেছি যা বারবার আবৃত্তি করার মতো এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন।’’ (আল-হিজরঃ ৮৭)

এটি মহান সত্তা অবতীর্ণ করেছেন। এ কাজের জন্য তিনি সর্বোত্তম মানুষকে নির্বাচিত করেছেন। যারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এর পথনির্দেশনাকে

মেনে নিয়েছে তাদের উপর কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। এর শিক্ষা উত্তম মানুষ এবং উত্তম সমাজ গড়ে তোলে। এতে এমন কোন কথা নেই যা উত্তম নয়। কুরআনের শিক্ষা ও তার উপর গবেষণা মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে।

কুরআন মহাসম্মানিত গ্রন্থ

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔

''এতো মহাসম্মানিত কুরআন।'' (আল-ওয়াকিয়াঃ৭৭)

খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে আরবিতে 'কারিম' বলা হয়। কুরআন উত্তম চরিত্রের উৎস। কুরআনের মাধ্যমে মানব চরিত্র উত্তম চরিত্রে পরিণত হয়। 'কারিম' কথাটির অর্থ উদারতা ও বদান্যতা হয়ে থাকে। আর এই উদারতা বা বদান্যতা উত্তম চরিত্রের অন্যতম অঙ্গ। কুরআনুল কারীম আল্লাহ তায়ালার অতি উদারতার সাক্ষ্য। কুরআনের শিক্ষা উদার ও মহান চরিত্রের অধিকারী মানুষ তৈরি করে।

কুরআন নূর

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِى أَنزَلْنَا۔

''তাই ঈমান আনো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই নূর বা আলোর প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি।'' (আত-তাগাবুনঃ৮)

এই গ্রন্থ যে পথ দেখায় সে পথ উজ্জ্বল ও আলোকময়। এখানে সামান্যতম অন্ধকারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। উজ্জ্বল আলোর পথের দিশারী কুরআন নিজেই উজ্জ্বল আলো। এর উপর দিয়ে যারা চলে তারা নিজেরাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং একটি আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। আর তাদের কাছে লোকদেরকে জন্য সুস্পষ্ট আলো উপস্থিত থাকে।

কুরআন সুস্পষ্ট ও সাবলীল

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔

''এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।'' (আশ-শুয়ারাঃ২)

কুরআন তার কথা নিজেই বুঝিয়ে দেয়। কুরআন আল্লাহর কথাকে স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করে। কুরআন-এর বর্ণনা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, খুবই সাবলীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কুরআনের কথাগুলি এমনভাবে গ্রহণ করা জরুরি, যা এই গ্রন্থের

গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করে।

কুরআন বিজ্ঞানময় গ্রন্থ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ۔

''এগুলি এমন একটি গ্রন্থের আয়াত, যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।''(ইউনুসঃ১)

প্রজ্ঞাময় সত্তা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর করে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এর প্রতিটি নির্দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখে তারাও অফুরন্ত জ্ঞানের সম্পদ প্রাপ্ত হয়।

কুরআন উন্নত মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ۔

''এটি অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ'' (আল-বুরুজঃ২১)

এই গ্রন্থের মধ্যে আছে দৃঢ়তা। এর কোথাও সামান্যতম কোন দুর্বলতার লক্ষণ নেই। এটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সত্তার কালাম এবং এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রদর্শন করে। এই ধরনের পথের পথিক কখনো কোনো হতাশা বা পশ্চাদপদতার শিকার হয় না।

কল্যাণময় গ্রন্থ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔

''এটি একটি অত্যন্ত কল্যাণময় গ্রন্থ, যা হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।'' (সোয়াদঃ২৯)

কুরআন যাবতীয় কল্যাণের উৎস। এটি জীবনকে কল্যাণময় জীবনে পরিণত করার গ্রন্থ। ইহজীবন এবং পরজীবনের কল্যাণের পথ নির্দেশিকা কুরআন-এর মধ্যেই আছে।

কুরআন মহাশক্তিশালী গ্রন্থ

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔

এটি একটি মহাশক্তিশালী গ্রন্থ (হা-মীম-আস-সাজদাঃ ৪১)

এটি শক্তিসম্পন্ন মহাগ্রন্থ। বাতিলের সঙ্গে টক্কর নিলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। যারা এই গ্রন্থকে শক্তভাবে ধারণ করে তারা অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়।

কুরআন রহমতস্বরূপ

وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔

''রহমত তাদের জন্য, যারা একে গ্রহণ করে।''(আল-আরাফঃ২০৩)

কুরআনের প্রতিটি সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার রহমান ও রহিম হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় রহমত এই কুরআন। এটি আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় দয়া ও অনুগ্রহের সমাহার হলেও যারা কুরআন থেকে দূরে সরে যায, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার অপার করুণার মধ্যে থেকেও তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।

কুরআন অন্তর্দৃষ্টির আলো

هٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ۔

''এটি তো অন্তর্দৃষ্টির আলো। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে''

(আল আরাফঃ ২০৩)

কুরআনের প্রতিটি আয়াত আলোয় পরিপূর্ণ। কুরআন মানুষের অন্তরকে আলোয় ভরিয়ে দেয়। যারা কুরআনের আলোক অন্তরে ধারণ করে নেয়, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আলোক থেকে পথনির্দেশনা লাভ করে।

কুরআন হেদায়েত দানকারি

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔

''এটি হেদায়েত সেই মুত্তাকীদের জন্য।'' (আল-বাকারাঃ ২)

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔

''এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয়।'' (বনি ইসরাইলঃ ৯)

কুরআন সেই রাস্তায় মানুষকে পরিচালিত করে, যে রাস্তা সম্পূর্ণ সঠিক এবং সরল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, জ্ঞানের সকল ধারায়, কুরআনের আলোকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করা যায়।

কুরআন হলো জ্ঞান

الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔

''তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে।'' (আল-বাকারাঃ১২০)

أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔

''আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন। এমন সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তোমার জানা ছিল না ।'' (আন-নিসাঃ১১৩)

কুরআন থেকে মানুষ সেই সকল বিষয়ে জানতে পারে, যা এই কুরআন ছাড়া আর কোনভাবে জানা সম্ভব নয়। যে সকল বিষয় মানুষ এমনি এমনি জানতে পারে সেগুলি জানানো কুরআনের বিষয় নয়। কুরআনের আসল বিষয়বস্তু হল সেই সকল জ্ঞান, যা মানুষ কখনোই নিজে নিজে অর্জন করতে পারে না। এছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে কুরআন থেকে শক্তিশালী উপাদান ও পথনির্দেশনা লাভ করা যায়।

কুরআন হলো ফুরকান

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔

''বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি এ ফুরকান তার বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।'' (আল ফুরকানঃ১)

কুরআনের আলো থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যা গুলিয়ে মিলিয়ে থাকতে পারে না। যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা বাতিল থেকে এতটা দূরে অবস্থান করে যতটা পার্থক্য সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে কুরআন নির্ধারিত করে দেয়।

কুরআন উপদেশ দানকারী গ্রন্থ

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔

''এটি একটি উপদেশ।'' (আবাসাঃ১১)

কুরআন তার অনুসারীদেরকে এক মুহূর্তের জন্য উদাসীনভাবে ছেড়ে দেয় না। যারা কুরআনের পথ অনুযায়ী চলে তারা 'জাকির' অর্থাৎ স্মরণকারী হয়, আর 'মুজাককির' অর্থাৎ তারা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ব্যক্তি হয়ে থাকে।

কুরআন সুসংবাদ দানকারী

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔

''যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের জন্য এটি পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ।'' (আন-নামলঃ২)

এই গ্রন্থ তার অনুসারীদেরকে উত্তম ও আলোকিত ভবিষ্যতের সংবাদ শোনায় আর যারা কুরআনের দাওয়াত পেশ করে তারাও তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই দিনের সুসংবাদের কথা শুনিয়ে থাকে।

কুরআন ভয় প্রদর্শনকারী

هٰذَا نَذِيرٌ۔

''এটি একটি হুঁশিয়ারি।'' (আন-নাজমঃ৫৬)

কুরআন মানুষকে কল্পনার সুখ সাগরে ভাষার পরিবর্তে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করতে থাকে। যারা অন্যায় কাজ করে এবং অন্যায় পথে চলে তাদের পরিণতি কী হবে কুরআন রাখ-ঢাক না রেখেই তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।

কুরআন উপদেশ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔

''হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসে গেছে নসিহত।'' (ইউনুসঃ ৫৭)

কুরআনের প্রতিটি আয়াত মানুষের জন্য উপদেশ স্বরূপ। আর এর এক একটি আয়াত মানুষের পূর্ণ জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম।

কুরআন নিরাময়

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔

''এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময়।'' (ইউনুসঃ৫৭)

কুরআন মানুষের মধ্যে অবস্থিত ধ্বংস ও বরবাদকারী রোগসমূহ চিহ্নিত করে এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এই রোগ মানুষের মন মস্তিষ্ক ও অন্তরকে আক্রমণ করে আর মানুষ এই রোগ সমূহের চিকিৎসা করা তো দূরের কথা, তাকে চিহ্নিত করতেও পারে না।

১৬

কুরআন পবিত্র আত্মা

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔

‘‘এভাবেই হে মোহাম্মদ! আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রুহুকে অহী করেছি।’’ (আস-শুরাঃ৫২)

কুরআন মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে দেওয়ার কালাম। কুরআন মানুষের অন্তরকে সঞ্জীবনী শক্তি ও আহার সরবরাহ করে। এটি মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বিকশিত করে। কুরআন মানুষের রুহানি শক্তিকে পূর্ণতা দান করে তাকে এই পার্থিব জগতকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করে তৈরি করে।

কুরআনের এই সকল গুণাবলীকে সামনে রেখে এই মহাগ্রন্থের মর্যাদা, অবস্থান এবং তার গুরুত্ব ও উপযুক্ততা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করা যেতে পারে। এই সকল গুণাবলী থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে, কুরআনের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করে তার সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে জীবনে কত বড় পরিবর্তন আসতে পারে এবং কুরআনের এই মিশনকে নিয়ে যারা উঠেছেন সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে কুরআন কী ধরনের গুণাবলী দান করেছে।

কুরআন মাজীদের অধিকার

কুরআন মাজীদ নিজের যাবতীয় দাবি নিজেই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করে দিয়েছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

অবশ্য এই সকল অধিকার সকল মুসলমানের উপর বর্তায় অর্থাৎ এগুলো ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া নয়।

কুরআনের প্রতি বিশ্বাস

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔

''হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি।'' (আন-নিসাঃ১৩৬)

কুরআন সবচেয়ে বেশি ঈমানের দাওয়াত পেশ করে। কুরআনের সব কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা, কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআনের প্রতিটি কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। এই বিশ্বাস ছাড়া কুরআন থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। হেদায়েতের প্রথম মঞ্জিলে পৌঁছানোর পর ঈমান লাভ হয়। ঈমানের সম্পদ অর্জিত হয়। আর এরপর হেদায়েতের প্রতিটি স্তর ঈমানদারদের ভাগ্যে যুক্ত হয়ে যায়। কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের এটি একটি দাবি যে, এই গ্রন্থের মোকাবিলায় কোন ধারণা অনুমানকে যেন খাড়া করা না হয় এবং কুরআনের কোন কথার ওজন যেন কম মনে করা না হয়।

কুরআনের প্রতি সম্মান

কুরআনের সম্মানের জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেসকল গুণবাচক শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন সেগুলি দিয়ে তাকে বিচার করা যথেষ্ট। যেমন কারিম, আজিম, মাজীদ, আলা-হাকীম ইত্যাদি। কুরআনকে যথাযথ সম্মান করা হচ্ছে কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্ব শর্ত। কুরআনের প্রতি সম্মান জানানোর মানে হল, অন্য কোন কিছুকেই এর সমান, এর থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য, এর থেকে বেশি উপযুক্ত মনে না করা। কোন দলিলকে কুরআনের দলিলের থেকে বেশি শক্তিশালী

মনে না করা। কোন সিদ্ধান্তকে কুরআনের সিদ্ধান্তের থেকে বেশি উপযুক্ত মনে না করা। কুরআন পাঠের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তায়ালার বড়ত্বের প্রকাশ ঘটে তেমনি কুরআনের মহানতার প্রকাশ ঘটে। কুরআনকে সম্মান জানানোর এটাও একটা অর্থ যে, কুরআনের কোন আয়াতের যেন এমন তাফসীর করা না হয় যা কুরআনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়।

কুরআনের তেলাওয়াত

أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔

''আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণকারী বান্দা হয়ে থাকার এবং কুরআন পড়ে শোনানোর (আন-নামলঃ ৯১-৯২)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔

''হে নবী! তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা তেলাওয়াত করো।'' (আনকাবুতঃ৪৫)

'কুরআন' কথাটির অর্থ হল, যে গ্রন্থ বহু পাঠ করা হয়। এই মহাগ্রন্থের সূচনা হয়েছে 'ইকরা' বা 'পড়া' শব্দ দিয়ে এবং এটি পড়া ও স্মরণ করার বিষয়ে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার জন্য এটিকে উপযুক্ত করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একটি গ্রন্থকে তেলাওয়াত করার উপযুক্ত করার জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তার সবই কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায়। এর শব্দগুলি সহজ সরল, এর উচ্চারণগুলি অসাধারণ যা অন্তরকে প্রভাবিত করে, এর ধ্বনি খুবই সুন্দর, এর মধ্যে আছে ছন্দের লালিত্য, অতুলনীয় আকর্ষণ ও আবেগ। এই গ্রন্থ থেকে প্রতিটি মানুষ কোন মাধ্যম ছাড়াই উপকৃত হতে পারে। এই কারণে প্রতিটি মানুষের জন্য এই গ্রন্থের তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলির ব্যাপারে সাধারণ ধারণা এইরূপ যে, সেই গ্রন্থের তেলাওয়াত শুধুমাত্র ওলামা সমাজ করতে পারে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত কেউ নিজে করতে পারে, আবার অন্যরা যখন তেলাওয়াত করবে তখন সেটা মনোযোগ দিয়ে যে কেউ শুনতে পারে। কুরআন মাজীদে কিছু কিছু সূরা বারবার স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। যারা আরবি ভাষা বোঝে না, তাদের জন্য কুরআনের অনুবাদসহ পাঠ করার বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে। তারা যখন নিজেরা পাঠ করবে তখন যেন অনুবাদ সহকারে

পাঠ করে, আর যখন তারা অন্যদেরকে শোনাবে তখন যেন তারা অনুবাদসহ শোনাতে থাকে।

কুরআনের দিকে মনোনিবেশ

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

''যখন তোমাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা শোনো।'' (আল-আরাফঃ২০৪)

কুরআন মাজীদকে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। অন্য কেউ তেলাওয়াত করে শোনান বা আপনি নিজে তেলাওয়াত করেন, প্রতিটি অবস্থায় মনোযোগ সহকারে শোনা চাই। যখন আপনি কোন কথা মনোযোগ সহকারে শুনে থাকেন তখন তা অন্তরকে প্রভাবিত করে। অনেক সময়ই এরকম হয় যে, আপনি কিছু পাঠ করছেন বা বলছেন কিন্তু আপনি নিজেই সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না।

কুরআনের জ্ঞান

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔

''জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য আমি আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।'' (আল-আনআমঃ ৯৮)

কুরআন মাজীদের প্রতিটি কথা পৃথক পৃথকভাবে উপলব্ধি করা জরুরি। কুরআন বুঝে তা অনুসরণ করা দরকার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করা চলবে না। প্রকৃত কথা হলো, কুরআন মাজিদে যেসকল কথা বলা হয়েছে সেগুলি ভালো করে বুঝে নেওয়া। তাই প্রথম থেকে শুধু কুরআন পাঠ করা নয় বরং কুরআনকে বুঝে নেওয়ার জন্য পাঠ করতে হবে।

তাদাব্বুরে কুরআন বা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ۔

''এটি একটি বড় বরকত সম্পন্ন গ্রন্থ যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।'' (স-দ ঃ২৯)

কুরআন মাজীদের আয়াতের উপর চিন্তাভাবনা করা, তার নির্দেশাবলী ও উপদেশাবলী সম্পর্কে জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। কুরআন মাজীদ একটি খোলামেলা গ্রন্থ। এটি দ্রুত ও সহজভাবে বুঝতে পারা যায়। সেই সাথে সাথে এরমধ্যে অনেক গভীরতাও আছে। জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর সাগরে ডুব

দিয়ে এই অমূল্য সম্পদ অর্জন করার জন্য সবসময় গভীরভাবে কুরআনকে অধ্যয়ন করতে হবে ও চিন্তাভাবনা করতে হবে।

তাজকির বিল কুরআন বা কুরআন থেকে আলোচনা

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔

''আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।'' (স-দ ঃ২৯)

কুরআন মাজীদকে জিকির বা তাজকির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্ঠিগত জীবনে ভুলে যাওয়া একটি বড় ধরনের দুর্বলতা। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ/ অকল্যাণের বিষয়ে মানুষ তার সংক্ষিপ্ত জীবনে যা কিছু ভুলে যায় এবং জাতি তার সামগ্রিক জীবনে যে সকল বিষয় হারিয়ে ফেলে সেগুলিকে কুরআনের মাধ্যমে স্মরণ করা এবং একে অপরকে স্মরণ করানো কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

''এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।'' (আন-নিসাঃ৫৯)

কুরআনের দিকে বারবার প্রত্যাবর্তন করা এটা জানার জন্য জরুরি যে, কোন কাজ কোথাও কুরআনের নির্দেশের বিপক্ষে যাচ্ছে না তো? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়ার একমাত্র মাধ্যম কুরআন মাজীদ। এই কারণে কুরআনের দিকে বারবার ফিরে আসা একটি ধারাবাহিক বিরামহীন কাজ। নিজেদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলে সেটাও কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া বিবাদ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পথ।

কুরআনের মাধ্যমে তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔

''যিনি তাদেরকে তার আয়াত পড়ে শোনান ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন।'' (আল-জুমুআহঃ২)

প্রকৃত সাফল্যের জন্য নিজের পরিশুদ্ধি একান্ত জরুরি। আপন ব্যক্তিত্বকে পবিত্র করা, তাকে পরিশুদ্ধ করা ও ঘষা-মাজা করা, তার উন্নতি সাধন করা ও

চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া মানুষের নিজের কাছে নিজের সবচেয়ে বড় অধিকার। আর এ কাজ করার সর্বোত্তম উপায় কুরআন মাজীদ। কুরআন মাজীদে এ কাজ করার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ কখনোই নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে না।

কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য

কুরআন মাজিদে যেখানে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নতের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন এবং কুরআন থেকে উপকৃত হওয়া ও জীবনকে কুরআনের রঙে রাঙিয়ে নেওয়ার পথ ও পন্থা বলে দিয়েছেন, যাকে বলা হয় সুন্নাহ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই হতে পারে।

কুরআনের বিধান মেনে চলা

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔

''যারা কিতাবের বিধান যথাযথভাবে মেনে চলে এবং নামায কায়েম করে, নিঃসন্দেহে এহেন সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করব না।'' (আল-আরাফঃ১৭০)

'তামসুক' কথাটির অর্থ মজবুত ভাবে সঙ্গে ধারণ করা। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন। মানুষের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার দিকে টানতে থাকে। যদি খুব শক্তভাবে ধারণ করা না হয় তাহলে কোন না কোন সময় কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কুরআনের দিকে আহ্বান

يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔

''তাদেরকে যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সেই অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।'' (আল-ইমরানঃ২৩)

দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো মানেই কুরআনের দিকে আহ্বান জানানো। কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত। এই দাওয়াতকে পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করে দেওয়া এবং তার কোনো একটি দিক ও বিভাগকে গ্রহণ করে নেওয়া ও সেই দিকে

মানুষকে আহ্বান জানানো কুরআনের প্রতি বড় ধরনের অবিচার। তাওহীদ, রেসালাত, আখিরাত, ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান তথা দ্বীনের প্রতিটি অংশের দিকে আহ্বান জানানো জরুরি। কুরআনে যেভাবে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে সেই রূপ বিস্তারিতভাবে দাওয়াত দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ-

''হায় তারা যদি তওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠা করত, যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।'' (আল মায়েদাঃ৬৬)

কুরআন বিশ্বাসের গ্রন্থ এবং কাজের গ্রন্থ। কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ, এর প্রতিটি শিক্ষা এবং এখানে উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় অবশ্যই যেন ঈমানের অংশে পরিণত হয় এবং তা কাজের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এটাই কুরআনের প্রতিষ্ঠা এবং এটাই ইকামাতে দ্বীন। ইকামাতে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার পক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল যে এটি কুরআন প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপ। কুরআনের কিছু কিছু বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার নাম কুরআন প্রতিষ্ঠা নয়। কুরআনে উল্লেখিত যাবতীয় বিধি-বিধান, সমস্ত রীতি-নীতি, সমগ্র মানব জীবনে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করাই হল ইকামতে কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কুরআন নিয়ে জেহাদ

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا-

''আর হে নবী! কাফেরদের কথা কখনোই মেনে নিও না এবং এ কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করো।'' (আল-ফুরকানঃ৫২)

সমস্ত ধরনের বিরোধিতা ও কঠোরতা সত্বেও কুরআনের দাওয়াত পেশ করতে হবে। কুরআনের দলিল নিয়ে বাতিলের উপর একের পর এক আক্রমণ করতে হবে এবং বাতিলের পক্ষ থেকে যে ধরনের আক্রমণ আসবে, প্রতিটি আক্রমণের জবাব দেওয়ার জন্য কুরআনের দলিলকে ঢাল বানিয়ে নিতে হবে। সারা পৃথিবীতে বাতিলের বিরুদ্ধে ব্যাপক আওয়াজ উঠাতে হবে এবং এর যাবতীয় উপকরণ কুরআন থেকে অর্জন করতে হবে। এর নাম কুরআন নিয়ে জেহাদ। আর এটি এমন একটি জেহাদ যা সর্ব অবস্থায় করতে থাকতে হবে।

“কুরআন বোঝার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করুন।”

(মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী)

কুরআন বোঝার জন্য সবথেকে জরুরি যে বিষয় সেটি হল, মানুষ যেন তার অন্তরকে সঠিক দিকেই রুযু করে। যদি অন্তরের দিক নির্দেশনা ঠিক না থাকে, তাহলে সব জিনিস সম্পূর্ণরূপে ওলোট-পালট হয়ে যেতে থাকবে।

নিয়ত পবিত্র করা

অর্থাৎ মানুষ যেন কুরআনকে শুধুমাত্র পথ নির্দেশনা পাওয়ার জন্যই পাঠ করে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে না পড়ে। যদি সঠিক পথ নির্দেশনা পাওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সে শুধু কুরআন থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়, বরং সে কুরআন থেকে যত দূরে অবস্থান করছে তার থেকে আরো অনেক বেশি দূরে চলে যাবে।

কুরআনকে একটি উন্নত কিতাব বলে মেনে নেওয়া

যদি অন্তরে কুরআন মাজীদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব না থাকে, তাহলে মানুষ এই গ্রন্থকে উপলব্ধি করার জন্য সেই পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করবে না, যা এই অমূল্য সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য একান্ত জরুরি।

কুরআনের দাবি অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তিত করার অভ্যাস করতে হবে

একজন ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে তখন সে প্রতিটি পদক্ষেপে এটি অনুভব করতে থাকে যে, কুরআনের দাবি এবং চাহিদা তার নিজের মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার দৃষ্টিকোণ ও চিন্তা-চেতনাও কুরআন থেকে অনেকটাই ভিন্ন। তার আচার-আচরণ ও লেন-দেন কুরআনের পবিত্র সীমারেখা থেকে অনেকটাই

দূরে অবস্থান করছে। সে তার অন্তরকেও কুরআন থেকে দূরে দেখতে পায় এবং তার বাহ্যিক অবস্থাকেও। এই বৈপরীত্য ও পার্থক্যকে উপলব্ধি করে একজন সৎ ও সত্যান্বেষী ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পরিণাম যাই হোক না কেন আমি অবশ্যই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

মন মস্তিষ্কের উপর ছেয়ে থাকা পর্দা খুলে ফেলতে হবে

এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে গেলে এই গ্রন্থকে পূর্ণ একাগ্রতা ও চিন্তাভাবনার সাথে পাঠ করতে হবে। সম্ভবত পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থ কুরআন মাজীদের থেকে এ কথার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এটাই যে, পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত এই একটি গ্রন্থ আছে যাকে শুধুমাত্র চোখ বন্ধ করে পাঠ করা হয়। সাধারণ থেকে অতি সাধারণ কোন গ্রন্থ পাঠ করার জন্য যদি কেউ গ্রন্থটি হাতে নেয় তাহলে সর্বপ্রথম সে তার চিন্তা চেতনা সেই গ্রন্থের দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু কুরআনের সঙ্গে মানুষের বিপরীত ধর্মী আচরণ। যখন তারা তাঁকে পাঠ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তারা প্রায়ই তাদের মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা ভাবনার উপর পর্দা ফেলে দেয়।

আল্লাহর সাহায্যের জন্য সবসময় দোয়া- প্রার্থনা করতে থাকা

কুরআন মাজীদ থেকে উপকৃত হতে গেলে যখন যেখানে কোনো বিপদ এসে পড়বে তখন মনমরা ও হতাশ না হয়ে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে মনে খারাপ ধারণা পোষণ না করে তার মনের বেদনা অবশ্যই যেন তার প্রতিপালকের সামনে পেশ করে এবং যেন অবশ্যই তার পথনির্দেশনা ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়।

(ভূমিকা, তাদাব্বুরে কুরআনঃ আমিন আহসান ইসলাহী, সংক্ষেপিত)

কুরআন বোঝার উপায়

(মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী র.)

কুরআন কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক একে বুঝতে চাইলে সর্বপ্রথম একেবারে উন্মুক্ত অনাবিল মস্তিষ্ক নিয়ে বসতে হবে। পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা কল্পনা ও বিশ্বাস এবং অনুকূ ল প্রতিকূ ল সকল লক্ষ্য হতে একে যথাসম্ভব মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে কুরআন মাজীদ বোঝা ও অনুধাবন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে কুরআন পাঠ শুরু করতে হবে। কারণ, যারা পূর্ব হতে বদ্ধমূল বিশেষ ধারণা মনে রেখে কুরআন পড়তে শুরু করে তারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন না পড়ে তার ছত্রে ছত্রে নিজেদেরই পূর্বধারণা নতুন করে গ্রহণ করে মাত্র। এদের মনে কুরআনের স্পর্শ পর্যন্ত লাগতে পারে না। শুধু কুরআন কেন, কোন গ্রন্থ পাঠের জন্য এই পন্থা বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল হতে পারে না। কিন্তু বিশেষভাবে এ পন্থায় যারা কুরআন পাঠ করতে চায়, তার গভীর অন্তর্নিহিত মহাসত্যের দ্বার কখনোই তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় না।

পরন্তু যারা কুরআন সম্পর্কে যেমন-তেমন ধরনের ধারণা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের সম্ভবত একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু এর অতলস্পর্শ গভীরে অবগাহন যার লক্ষ্য হবে তার পক্ষে মাত্র দু-চার বার পড়া কোনমতে যথেষ্ট হতে পারে না। বরং কুরআনকে বারবার পড়াই তার কর্তব্য এবং প্রত্যেকবারই এক বিশেষ পদ্ধতি ও ধরনে পাঠ করা উচিত। একজন ছাত্রের মত পেন্সিল ও খাতা, বই নিয়ে পড়তে বসা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লিখে নেওয়া বাঞ্চনীয়। এ পন্থায় যারা কুরআন অধ্যয়ন করতে চায় তাদের সমগ্র কুরআন মাজিদ অন্তত দুবার আদ্যোপান্ত পড়তে হবে। কারণ, এহেন এ মহান গ্রন্থ সমষ্টিগতভাবে যে পরিপূর্ণ চিন্তা ও কর্ম আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে তা পূর্ণরূপে এভাবেই তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। এ প্রাথমিক অধ্যয়নকালে সমগ্র কুরআনের উপর তাকে এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে এবং এ কাজের যোগ্যতা লাভ করতে চেষ্টা করতে হবে। এ কিতাব যেসব মৌলিক ধারণা পেশ করে এবং তদনুযায়ী যে জীবন ব্যবস্থা গঠন

করতে চায় এ প্রসঙ্গে সেদিকেও তাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এ অধ্যয়ন কালে তার মনে কোন প্রকার প্রশ্নের উদয় হলে সে সম্পর্কে সেখানেই কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেওয়া ঠিক হবে না। বরং তা টুকে রাখবে এবং বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যয়ন জারি রাখবে। পরবর্তী অধ্যয়নের মাধ্যমে কোথাও না কোথাও তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলেই আশা করা যায়। কিন্তু সমগ্র কুরআন পাঠের শেষেও যদি কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না যায় তবে ধৈর্যের সঙ্গে তাকে দ্বিতীয়বার কুরআন পাঠ করতে হবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, দ্বিতীয়বারের গভীরতর অধ্যায়নের পরও জবাব পাওয়া যায়নি এমন প্রশ্নও কদাচিৎ থাকতে পারে।

এভাবে সমগ্র কুরআন সম্পর্কে এক ব্যাপক দৃষ্টি লাভ করার পর বিস্তারিত পাঠ শুরু করতে হবে। এবার পাঠককে কুরআনের শিক্ষা সমূহকে এক-এক দিক দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে তা লিখে নিতে হবে। কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য কোন আদর্শ মনোনীত করে, আর কোন ধরনের মানুষ তার দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ, অভিশপ্ত তা এবার পাঠের মাধ্যমে তাকে বিশেষভাবে জেনে নিতে হবে। এ বিষয়টি সঠিকভাবে আয়ত্তাধীন করবার জন্য নোটবইয়ের একদিকে 'মনোনীত মানুষের বৈশিষ্ট্য' এবং অপরদিকে 'অমনোনীত মানুষের, পরিচয়' পাশাপাশি লিখিত থাকা বাঞ্চনীয়। কিংবা পাঠক যদি জানতে চায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন সব জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং কোন সব জিনিসকে কুরআন মানুষের জন্য ক্ষয়ক্ষতি এবং ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ বলে নির্ধারিত করে। তাহলে একদিকে 'কল্যাণকর' ও অপরদিকে 'ক্ষতিকর' এই দুই শিরোনাম স্থাপন করে তার প্রত্যেকটির নিচে সংশ্লিষ্ট আয়াত লিখতে থাকলে এ ব্যাপারটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। অনুরূপভাবে বিশ্বাস, আকিদা, নৈতিক চরিত্র, অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক আইন, জামাত গঠনপ্রণালী, সন্ধি, যুদ্ধ ও অপরাপর জীবন-সমস্যার প্রত্যেকটি সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ একস্থানে লিখে নিয়ে গবেষণা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সামগ্রিক রূপ এবং এই সকলকে মিলিয়ে পরিপূর্ণ জীবনের চিত্র কীরূপ হতে পারে তা এই পন্থায় সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায়।

বিশেষ কোনো জীবন সমস্যা সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিকোণ জানতে হলে তার সঠিক পন্থা এ হবে যে, নতুন-পুরাতন সাহিত্যের গভীরতর অধ্যয়ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক অবস্থা ও তথ্য জেনে নিতে চেষ্টা করবে। আজ পর্যন্ত

মানুষ এ সম্পর্কে কী কী চিন্তা করেছে, এ ব্যাপারে প্রকৃত মীমাংসা সাপেক্ষ জটিলতা কী এবং মানুষের চিন্তার গতি কোনখান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এসব কথা জেনে নিয়ে কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বলতে পারি, এই পন্থায় এমন সব আয়াতে হতে পারে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়নি যা ইতিপূর্বে সে বহুবার পাঠ করেছে কিন্তু এ গভীর তত্ত্ব এভাবে লুকিয়ে আছে তার ধারণাও ইতিপূর্বে তার মনে কখনো জাগ্রত হয়নি।

কুরআন বুঝার জন্য এসব চেষ্টা যত্নের পরও মানুষ কুরআন মাজিদের সঠিক ভাব-ধারা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয় না। যতক্ষণ না সে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করে, যা করবার জন্য কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। বস্তুত কুরআন মাজীদ নিছক কল্পনামূলক ও গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ নয়। অতএব আরাম কেদারায় বসে পাঠ করলেই তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। দুনিয়ার সাধারণ ধর্ম অনুসারে নিছক কোন ধর্মপুস্তকও এটি নয়। কাজেই মাদ্রাসা বা খানকায় বসে তার অন্তর্নিহিত সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে জানতে পারা সম্ভব নয়। এই ভূমিকার শুরুতেই বলা হয়েছে মূলত এ একখানা দাওয়াত আন্দোলনের গ্রন্থ। এ নাযিল হয়েই এক নির্লিপ্ত-স্বভাব ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে নির্লিপ্ততার জাল হতে নির্গত করে খোদা-বিরোধী পৃথিবীর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিল। বাতিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলতে এবং সমসাময়িক কাফেরি, ফাসেকিও পথভ্রষ্টতার অগ্রনায়কদের সঙ্গে প্রকাশ্য মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করল। প্রতিটি ঘর হতে পবিত্র আত্মা ও নির্মল চরিত্র সম্পন্ন লোকদের বেছে বেছে বের করল এবং তাদেরকে সত্যের পতাকাতলে সমবেত করে দিল। তদানীন্তন সমাজের প্রতিটি কোণ হতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ফাসাদপন্থী ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল এবং সত্যপন্থীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একজন মাত্র ব্যক্তির আহ্বানের দ্বারা কাজ শুরু করে খেলাফতে এলাহিয়ার (আল্লাহর শাসন) প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ ২৩ বছর যাবৎ এ কিতাব একচ্ছত্রভাবে এই বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। হক ও বাতিলের এই দীর্ঘ প্রাণান্তকর যুদ্ধের ধারার প্রত্যেকটি মনযিল ও প্রত্যেকটি অধ্যায়েই কুরআন ভাঙ্গন ও পুনর্নির্মাণের পূর্ণ চিত্র ও পদ্ধতি পেশ করেছে। এমতাবস্থায় দ্বীন ও কুফর এবং ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পারস্পরিক সংগ্রাম ক্ষেত্রে মাত্রই ঝাঁপিয়ে না পড়ে এবং এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামের দীর্ঘ ধারার কোন অধ্যায় অতিক্রম না করে শুধু কুরআনের শব্দগুলো পড়ে তার সমস্ত নিগুঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হতে চাওয়া কতখানি হাস্যকর

তা সকলেই বুঝতে পারেন। বস্তুতঃ পূর্ণরূপে কুরআন অনুধাবন করা তখনই সহজ হতে পারে, যদি আপনি তা নিয়ে ওঠেন এবং খোদার দিকে আহ্বান জানাবার কাজ বাস্তব ক্ষেত্রে শুরু করেন। তারপর আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি কার্যক্রম এই কুরআন অনুযায়ী হলেই এ অবতীর্ণ হওয়ার সময় তখনকার লোকদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল আপনার জীবনেও তাই লাভ হওয়া সম্ভব হতে পারে। অতঃপর মক্কা, আবিসিনিয়া ও তায়েফের কঠিনতম অধ্যায়গুলো এক এক করে আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। বদর, ওহুদ হতে শুরু করে হুনাইন এবং তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্মুখে হাজির হবে। আবু জেহেল, আবু লাহাবের মত লোকদের সঙ্গে আপনার মোকাবিলা হবে। বহু মুনাফিক, ইহুদি জাতির সঙ্গেও আপনার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমান হতে শুরু করে যাদের মন রক্ষা করা হয়েছে এমনসব লোক পর্যন্ত সকল প্রকারের মানুষের সঙ্গেই সাক্ষাৎ ঘটবে। বস্তুত এ এমন এক প্রকারের সাধনা, যাকে আমি 'কুরআনী সাধনা' নামে অভিহিত করতে চাই। এ সাধনার বাস্তব ফল এই যে, পথে যতই অগ্রসর হবেন কুরআনের আয়াত এবং অনেক পূর্ণ সূরা সম্মুখে এসে তত জানাতে থাকবে, যে তা এরূপ অবস্থায় এ বাণী নিয়ে নাযিল হয়েছিল। এ পথে কুরআনের কোন কোন শব্দের অর্থ কোন তত্ত্ব পথিকের দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু কুরআন তার সমগ্র অন্তর্নিহিত ভাবধারা যে তাঁর সম্মুখে উদঘাটিত করে দেবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই মূলনীতি অনুযায়ী কুরআনের আদেশ-নিষেধ, নৈতিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত নিয়ম-নীতি ও বিধি নিষেধ মানুষ সঠিকরূপে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারে না যতক্ষণ না তা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কার্যত প্রয়োগ করা হবে। জীবনের কাজকর্মের মাধ্যমে কুরআনের বাস্তব অনুসরণ না করে কোন ব্যক্তি এই বিরাট মহান গ্রন্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সে জাতি ও তা সম্যকরূপে বুঝতে পারে না যার সামগ্রিক ক্ষেত্রই কুরআন নির্ধারিত পন্থার বিপরীত পথে ও পন্থায় কার্যকরী হয়ে থাকে।

(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ)

একটি জীবন্ত বাস্তবতা হিসেবে উপলব্ধি

কুরআন বুঝার বাস্তব নীতি (খুররম মুরাদ)

এটিকে জীবন্ত বাস্তব হিসেবে গ্রহণ করুন

কুরআনের প্রতিটি কথাকে এমনভাবে বুঝুন, যেন তা এখনই অবতীর্ণ হচ্ছে। আজকের আধুনিক জগতেও কুরআনের প্রতিটি কথাকে এতটাই প্রাসঙ্গিক এবং জীবন্ত মনে করুন যতটাই জীবন্ত প্রাসঙ্গিক চৌদ্দশ বছর আগে, যখন এটি অবতীর্ণ হচ্ছিল। এটাও মনে করুন যে, কুরআনের প্রতিটি কথা আপনাকে এবং আপনার আশপাশের লোকদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কুরআনের একটি ছোট অংশও এমন নেই, যাতে ব্যক্তিগতভাবে আপনার জন্য কোন সংবাদ নেই।

সমগ্র কুরআনের অংশ হিসেবে বুঝুন

সমগ্র কুরআন নিজের মধ্যেই এক একটি একক। এর এক একটি দৃষ্টিকোণ আছে। এখানে হেদায়েতের একটি সামগ্রিক রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে, এই একক পয়গাম এবং রূপরেখা যেন সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে। সম্পূর্ণ কুরআনের রূপরেখা থেকে কোন এক অংশ যেন পৃথক হয়ে না যায়। আপনি যতটুকুই অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন, তা কুরআনের সামগ্রিক অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুধাবন করতে হবে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ একক বিষয় হিসাবে বুঝতে হবে

কুরআনে সর্বোত্তম মানের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা রয়েছে। আপনাকে এই অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অনুসন্ধান করতে হবে। যখন কুরআনকে এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা যাবে, তখন কুরআনের প্রতিটি অংশের যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

আপনার সামগ্রিক সত্তা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন

একটি শতধা বিভক্ত সত্তা (যা নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে) হিসাবে কুরআনের নিকট যাবেন না। যখন আপনি এটা অধ্যয়ন করবেন তখন আপনি

আপনার বিচার বুদ্ধি এবং আবেগ অনুভূতি অন্য কারো কাছে বন্দী রাখবেন না। বরং আপনার বুদ্ধি ও আবেগকে সাথে রাখুন।

কুরআন যা বলতে চায় সেটাই বুঝুন

কখনও এক মুহূর্তের জন্য কুরআনের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাবেন না যে আপনি আপনার নির্ধারিত পথের সহযোগিতা পাবেন, আপনার দৃষ্টিকোণের প্রতি সমর্থন পাবেন বা আপনার যুক্তির পক্ষে প্রমাণ হিসাবে কিছু জিনিস পেয়ে যাবেন। আপনাকে সব সময়ের জন্য খোলা মনে যেতে হবে। আল্লাহর কথাকে শোনা এবং তার সামনে মস্তক অবনত করে দেওয়ার জন্যই আপনাকে যেতে হবে।

গবেষণার ধারাবাহিক ঐতিহ্য থেকে সাহায্য গ্রহণ করুন

আপনার পূর্বে বহু ব্যক্তি এমন ছিলেন, যারা কুরআনের অধ্যয়ন করা এবং তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এবং এই কাজের একটি বহু মূল্যবান ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। আপনি একে উপেক্ষা করতে পারেন না। এমন একটি ঐতিহ্য যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি হয়েছে। কুরআনকে এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

কেবল কুরআনের মানদণ্ডে বুঝুন

কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। সব দিক থেকে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। কুরআনের নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব অভিধা, নিজস্ব যুক্তি আছে। আছে নিজস্ব অলংকার ও দর্শন। সবার উপরে আছে এর নিজস্ব উদ্দেশ্য ও অসাধারণ আবেদন। একে এমনি সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিতে দেখলে কখনোই কুরআন বুঝার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

কুরআনকে কুরআন দিয়ে বুঝুন

কুরআনের সবচেয়ে বড় তাফসীর কুরআন নিজেই। কুরআনের কোন আয়াত, শব্দ বা কোন অংশের অর্থ বোঝার জন্য কুরআনের মধ্যে অন্য অংশগুলির দিকে খেয়াল করুন।

হাদিস ও সিরাত থেকে বোঝার চেষ্টা করুন

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব ছিল কুরআন বোঝানো। তিনি এই কাজ তাঁর কথা এবং কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন।

কুরআন উপলব্ধিকরণঃ দৈনন্দিন কর্মসূচি

* সর্বপ্রথম আরবি ভাষা শিখে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। প্রতিদিন কিছু না কিছু শিখুন।
* কুরআনের এক একটি আয়াত অনুবাদের সাথে পড়ার দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে তুলুন।
* প্রতিদিন কুরআনের কোন একটি আয়াতের উপর চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করুন।
* কুরআনের বিষয়কে চিন্তাভাবনা, গবেষণা, আলাপ-আলোচনার বিষয়ে পরিণত করুন।
* দরসে কুরআন এবং সম্মিলিত কুরআন পাঠের মজলিসের ব্যবস্থা করুন এবং পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে এই সকল বিষয়ে বৈঠকে অংশগ্রহণ করুন।
* তাফসীর পড়া এবং দারসে কুরআন শোনার ব্যবস্থাপনা করুন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করার ব্যবস্থা করুন।
* একটু একটু করে কুরআন মুখস্থ করতে থাকুন এবং সবসময়ই তরজমাসহ মুখস্থ করবেন।
* কুরআন বুঝার জন্য সেই সকল গ্রন্থ বিশেষভাবে পাঠ করবেন যেগুলি কুরআনের কোন না কোন বিষয়কে নিয়ে লেখা হয়েছে বা যে বইগুলি কুরআনের আলোকে রচিত হয়েছে।
* তাহাজ্জুদের নামাযে যে সকল আয়াত অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেই সকল আয়াত বারবার পড়তে থাকুন এবং তার উপর চিন্তাভাবনা করতে থাকুন।

শেষ কথা

জীবনের উৎস কুরআন

আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে 'রুহ' বলে সম্বোধন করেছেন এবং একে এই জীবনের উৎসে পরিণত করে দিয়েছেন। বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔

''হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে।'' (আল-আনফালঃ২৪)

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔

''যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্বল আভায় সে জীবনপথে চলতে পারে। সে কি এমন ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না?'' (আল-আনআমঃ১২২)

দুটি আয়াতেই যে বার্তা দেয়া হয়েছে সেটা, হল কুরআনের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে নিজের অভ্যন্তরে অনেক বড় পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এমন যেন মনে হয় যে অন্ধকারে পড়ে থাকা একটি মৃত ব্যক্তি যেন কুরআনের আলোর পরশ পেয়ে জীবন এবং আলো পেয়ে গেছে।

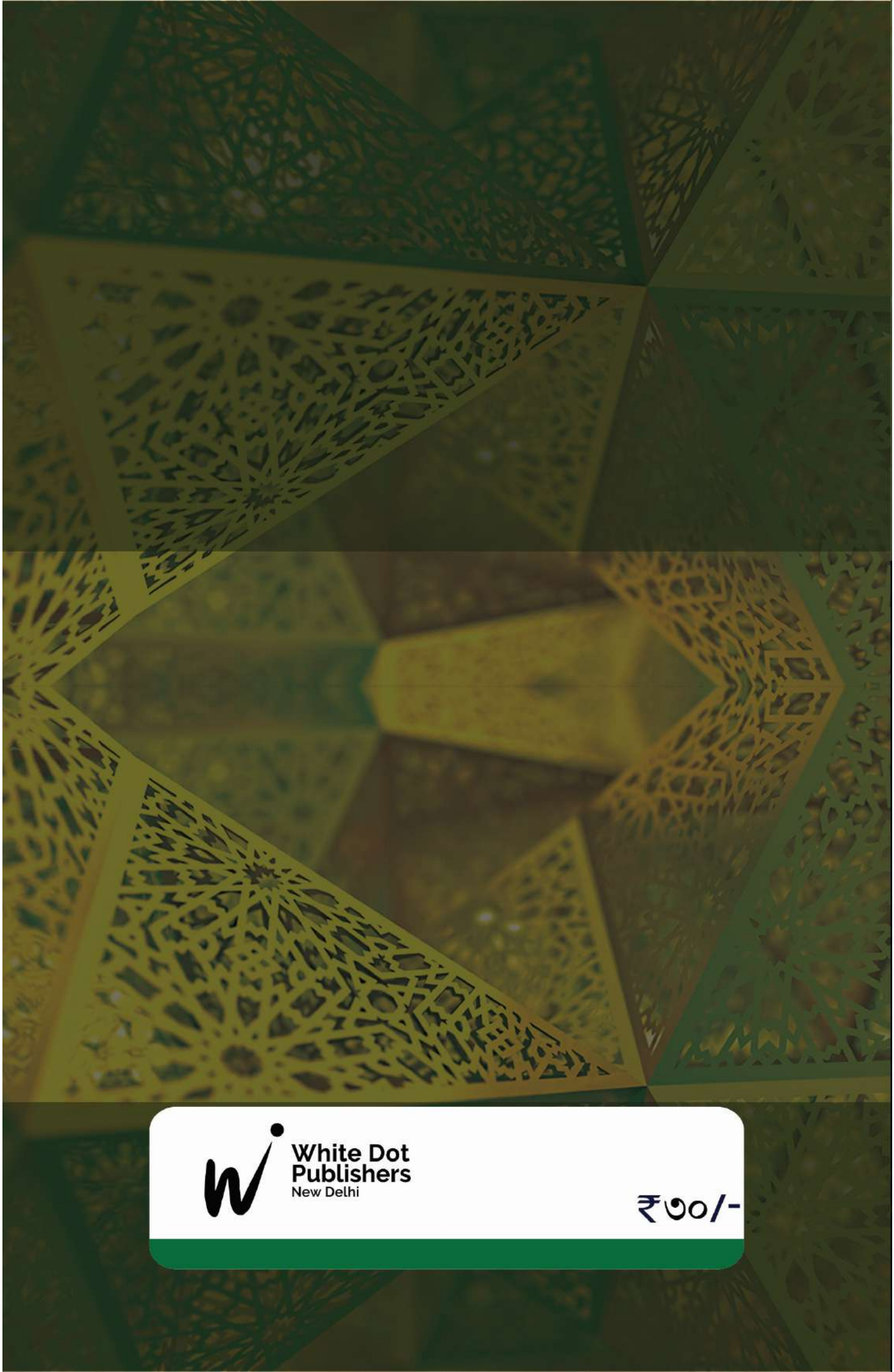

White Dot
Publishers
New Delhi

₹७०/-